৫৫ বর্ষ ❀ ১ম সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী সংখ্যা ❀ শ্রাবণ, ১৪২৪ ❀ আগষ্ট, ২০১৭

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদ। ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ
রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব),
পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯৫৬৪২৪৫১৩২
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2200854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006
(ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১,
ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118, ফোন-9467328883
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163, ফোন-244-484, STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Little Bird Academy-র সন্নিকটে,
গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো,
গুয়াহাটী-৭৮২১০৩৪, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০,দেশবন্ধু পাড়া,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯৮৭৪৯৬৬২৪১/৭৬৯৯০৮৩৮২৭
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	৩
২। শ্রী ভক্তিবিনোদগৌর বাণী	—	৪
৩। শ্রীধামের প্রত্যেক ধূলিতে ভগবানের কৃপা লুকিয়ে আছে	শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ	৫
৪। ধ্বনির ধূনি জ্বালিয়ে রাখো	ত্রিদন্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ	৬
৫। শ্রীগুরুকৃপাতেই কৃষ্ণ সম্বন্ধ লাভ	সংগ্রাহক—শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ	৭
৬। শ্রীগৌরধাম পরিক্রণের প্রক্কালে সপ্তাহকাল ব্যাপী গৌরকথা	সংগ্রাহক—শ্রী সদানন্দ দাস	১০
৭। শ্রীশ্রীগৌড়মন্ডল পরিক্রমার বিবরণী	সংগ্রাহক—বৃন্দা দাসী	১২
৮। তুমি গৃহস্বামী আমি সেবক তোমার	সংগ্রাহক—রুক্মিনী দাসী	১৫
৯। শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী মহোৎসব	—	১৭
১০। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির	—	১৯

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"**
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"**
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫৫ বর্ষ ❀ ১ম সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী সংখ্যা ❀ শ্রাবণ, ১৪২৪ ❀ আগষ্ট, ২০১৭

সারকথা

খণ্ড খণ্ড হই দেহ যা'য় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥
(চৈঃ ভাঃ অঃ ১৬।৯৪)

ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি ॥
(চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।২৮)

এই সে বৈষ্ণবধর্ম—সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম ধ্বজী যা'র ইথে নাহি রতি ॥
(চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।২৯)

কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এই মত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায় ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৮৬)

পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যতদূর শক্তি ততদূর উড়ি' যায় ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।১৪৮)

চণ্ডাল চণ্ডাল নহে,—যদি 'কৃষ্ণ' বলে।
বিপ্র বিপ্র নহে,—যদি অসৎ পথে চলে ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৯৭)

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি ॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ-ধন।
চরণে ধরিয়া বলি, কৃষ্ণে দেহ' মন ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ১।৩৪২-৩৪৩)

শ্রী ভক্তিবিনোদ-গৌর বাণী

জীবের ক্লেশ দেখিলে বৈষ্ণবের হৃদয় কৃপায় আর্দ্র হয়, জীবের বৈষ্ণব-বিদ্বেষ বা ভগবদ্ভক্তিবিদ্বেষ দেখিলে সে জীবের প্রতি কঠিন হইয়া তাহাকে উপেক্ষা করেন।

সংসার যতক্ষণ ভজনানুকূল থাকে, ততক্ষণ তিনি স্বীয় স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির প্রতি অত্যন্ত কোমল-হৃদয় হন। সংসার যখন ভজনের প্রতিকূল হইয়া পড়ে, তখন তিনি কঠিন-হৃদয় হইয়া স্ত্রী-পুত্রের ক্রন্দনের মধ্য হইতে চিরজীবনের জন্য বিদায় লইয়া থাকেন।

সদ্ধর্ম্ম দেখিলে মৈত্রী-সহকারে তাঁহার হৃদয় কোমল হয়। সদ্ধর্ম্ম-বিরোধ দেখিলে তাঁহার হৃদয় বজ্রসম কঠিন হইয়া পড়ে। এই আশ্চর্য্য স্বভাব যে পুরুষে লক্ষিত হয়, তিনি মহানুভব বৈষ্ণব।

(শ্রীসজ্জনতোষণী ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা)

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ-ব্যতীত জীবের শ্রেয়ঃসাধন কোন প্রকারেই হয় না। যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে, তিনি সহস্র সাধন করিয়াও ফল লাভ করিতে পারেন না। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব-আচার হয় না। অসৎ দুই প্রকার অর্থাৎ স্ত্রী সঙ্গী ও কৃষ্ণভক্তিহীন।

(শ্রীসজ্জনতোষণী ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)

বৈষ্ণবই অপরকে বিষ্ণু-পূজার অধিকার দিতে সমর্থ। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কোনকালেই বিষ্ণুমন্ত্র প্রদান করিতে পারেন না। গুরু-বৈষ্ণবের অপূজক বা নিন্দাকারী ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্র লাভ করিতে পারে না। বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে জীবের কোন মঙ্গল উদিত হয় না।

(ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ১৮৪ পঃ)

ভগবৎপাদপদ্মের গুণশ্রবণ বর্জ্জন করিলে ও তাহাতে আদররহিত হইলে জীব ভগবৎ স্মৃতিরহিত হন।

(ভাঃ ১২।১২।৫৪ বিবৃতি)

নিষ্কপটভাবে নিজ কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে ভগবদ্গৃহের পরিচর্য্যাকারী ভৃত্যজ্ঞানে উহার মার্জ্জন, লেপন, জলসেচন ও মণ্ডলাদি রচনা কর্তব্য।

স্বয়ং সম্মানিত হইবার প্রযত্ন, নিজের শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞান, সামান্য আচরিত কর্তব্যকে বহুমানন করিয়া আস্ফালন, ভগবদালোকদ্বারা স্বীয় বিষয়কার্য্যে সাহায্য-লাভের চেষ্টা বা বাসনা, অপরের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত উপহারাদির অবশেষ-দ্বারা। ভগবৎপূজা করা কর্তব্য নহে।

কামনা-পরিচালিত হইয়া স্বীয় অভীষ্টবস্তুগুলি নিজকার্য্যে বা অপর বদ্ধজীবের ভোগে নিযুক্ত না করিয়া সমস্ত বস্তুই ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিবে। এইরূপে অনন্ত কল্যাণ লাভ ঘটিবে।

স্বয়ং গৃহসুখে বা সংসারের প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হইয়া সকল প্রকার সুখৈষণা, বিত্তৈষণা বা ভোগৈষণা ভগবানে নিয়োগ করিবে।

অনন্তবস্তুতে সকলে চেষ্টা নিহিত না হইলে বা সকল উদ্দেশ্য পর্য্যবসিত না হইলে খণ্ডিত সান্ত বস্তুর সংসর্গে বা সংস্পর্শে জীবের দ্বিতীয়াভিনিবেশ ঘটে।

(ভাঃ ১১।১১।৩৪-৪১ বিবৃতি)

''পরমার্থ-বিষয়ে যিনি কৃতকর্ম্মা, তিনি গুরু হইবার উপযুক্ত।''

('গুর্ব্ববজ্ঞা', হঃ চিঃ)

'বৈষ্ণব-ধর্ম্মে ইহাই স্বীকৃত আছে যে, যিনি প্রাকৃত-অপ্রাকৃত তত্ত্বের ভেদ জানিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি সর্বজীবের উপদেষ্টা, ইহাতে জন্মগত বর্ণাদি ও সংস্কারগত আশ্রমাদির অপেক্ষা নাই।'

(অঃ প্রঃ ভাঃ অঃ ৫।৮৪-৮৫)

''বর্ণাশ্রম-বিচার পৃথক্ রাখিয়া যেখানে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা পাওয়া যায়, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।''

(জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ)

''বৈষ্ণব-গ্রন্থের সর্বত্র শুদ্ধজ্ঞানের প্রশংসা আছে। মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষাতেই এই তিনটি কথা—সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয়-সাধন ও প্রয়োজন। ভগবান কি তত্ত্ব, জীব কি তত্ত্ব ও সমস্ত জড়ব্রহ্মাণ্ড কি তত্ত্ব এবং উক্ত তিন তত্ত্বের পরস্পর কি সম্বন্ধ,—ইহা ভাল করিয়া জানার নাম সম্বন্ধ-জ্ঞান। তিনিই 'সদ্গুরু', যিনি এই 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' শিষ্যকে ভাল করিয়া 'উপদেশ' দিয়া প্রয়োজন-সাধনে অভিধেয় দেখাইয়া দেন। এই সম্বন্ধ-জ্ঞান পাইলে জীবের আর কি কোনপ্রকার জ্ঞান অর্জ্জন করিতে বাকী থাকে? জড়ব্রহ্মাণ্ডে তোমার যত প্রকার বিজ্ঞান ও জ্ঞান চলিতেছে, তাহা সকলই জানা যায়।

('সমালোচনা', সঃ তোঃ ১১।১০) *(ক্রমশঃ)*

শ্রীধামের প্রত্যেক ধূলিতে ভগবানের কৃপা লুকিয়ে আছে

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ প্রদত্ত ভাষণ (শ্রীল গোস্বামীপাদ)
স্থান-দাউজী (গোকুল), ২০১১

''নমস্তে তু হলগ্রাম! নমস্তে মুষলায়ুধ
নমস্তে রেবতীকান্ত! নমস্তে ভক্ত-বৎসল।
নমস্তে বলীনাং শ্রেষ্ঠ! নমস্তে ধরনীধরন্!
প্রলম্বারে! নমস্তে তু ত্রাহি মাং কৃষ্ণ পূর্ব্বজঃ ॥''

আমরা যে স্থানে এসে পৌঁছেছি এটা হল শ্রীবলদেবের স্থান। যমুনার পারে সৌভরী মুনির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এই বিগ্রহ সেই আদি যুগের যখন সৌভরী মুনি ধ্যান করার সময় মৎস্যদের সংসার কেলি দেখে যেমন প্রচুর কামনা জেগেছিল সেই সৌভরী মুনির বংশের থেকে যমুনার ধারে এই ঠাকুরের আবির্ভাব হয়েছে। শ্রীনিত্যানন্দ মহিমা কীর্ত্তন আমরা শুনলাম, শ্রীনিত্যানন্দ হচ্ছেন ভগবানের স্বরূপশক্তি থেকে প্রকাশিত, তিনি শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই। শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই হয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সবসময় শাসনের চোখে রাখতেন। শাসনের চোখে যেরকম রাখতেন তেমনি আবার তার মায়ের কথা অনুসারে তাকে লালন পালন করে লাল্য পাল্য রূপে ভালোবাসতেন। এজন্য যদিও শ্রীবলরাম ভ্রাতৃরসে নিজেকে ভাই বলে জানতেন কিন্তু বাৎসল্যরসে মায়ের মতো স্নেহ করতেন। যখন কৃষ্ণের কোনো প্রকার বিপদ আশঙ্কা করতেন মা যশোমতী তার দায়িত্ব শ্রীবলরামের উপর ছেড়ে দিতেন তাই কোন বিপদ আপদ আসতে পারত না। দাউজী যেদিন বনে না যাবে সেদিন মা যশোমতীর খুব চিন্তা হতো। সেই যশোমতীর মতো বাৎসল্য এবং ভাইয়ের মতো স্নেহ এবং সেবক হিসেবে কৃষ্ণ তার কোলে মাথা রেখে ঘুমোতেন যমুনার ধারে ধারে লীলাকালে। সৌভরী মুনির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই বিগ্রহ এবং ইনার থেকেই সমস্ত কল্যাণ বিতরিত হয়েছে জগতে।

''নমস্তে মুষলায়ুধ ..... ত্রাহি মাম্ কৃষ্ণপূর্বজ।''

তিনি শ্রীকৃষ্ণের পুর্বজ হয়ে এসেছিলেন, তিনি শ্রীরাম-চন্দ্রের ভাই শ্রীলক্ষ্মণরূপে এসেছিলেন। রামের ছোটভাই হয়ে এসেছিলেন বলে তার মনে খুব দুঃখ ছিল কেননা তিনি ভ্রাতৃ আদেশ অমান্য করতে পারতেন না। শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ সব পালন করতে পেরেছিলেন ছোট ভাই হয়ে কিন্তু যখন তিনি বড় হয়ে আসলেন তখন তিনি এখানকার রাজা ছিলেন সেজন্য 'দাউজী কি ভাইয়া কৃষ্ণ কানাইয়া।' তাই কৃষ্ণ কোনো প্রকার দুষ্টামি করলে তাকে কড়া শাসন করতেন আবার তিনি যখন বিপদের আশঙ্কা করতেন তখন তিনি আগে চলে যেতেন। মধুর রসের আস্বাদক ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সেবা করবার জন্য বলরাম সবসময় ব্যস্ত থাকতেন কেননা, সেবাসুখ আস্বাদন করাই হচ্ছে বলদেবের রস। বলদেব কৃষ্ণকে যত ভালোবাসতেন অন্য কাউকে তত ভালোবাসতেন না সেজন্য ব্রজে প্রসিদ্ধ আছে—'দাউজী কি ভাইয়া কৃষ্ণ কানাইয়া!' দাউজি নামে কীর্ত্তন চালু আছে। দাউজী মানে দাদাজী, প্রেমের দাউজী। দাউজী ছিলেন এখানের রাজা। এই যে প্রেমের লীলা এখানে সাধিত হয়েছে ভক্তগণের মধ্যে এই প্রীতিটা নিত্যসিদ্ধভাবে থাকে কিন্তু নিত্যানন্দ শক্তির সাথে করুনার মূর্ত্ত বিগ্রহ নিয়ে আসেন তখন লোক জানতে পারে। এই যে নিত্যানন্দের লীলাস্থলী এখানে যেরকম আমরা দেখছি সেরকম বৃন্দাবনে আবার ভান্ডীরবনে বিরাট area-তে তিনি লীলা করেছেন সেখানে কেবল নিত্যানন্দ প্রভু বলদেব প্রভুর মূর্তি আদি দর্শন হয়। এই যে ভগবানের লীলাস্থলী যেখানে লীলা প্রকটিত হয় সেজন্য লীলাস্থলীতে আসা মানে, পদচারণ করে আমরা আসি বটে কিন্তু **প্রত্যেক ধূলিতে ভগবানের কৃপা লুকিয়ে আছে।**

এই লীলার অনুশীলন করতে করতে আমাদের আসতে হয়। বেনু বাজিয়ে জগতকে আপ্যায়িত করেছেন কৃষ্ণ এবং বলরাম করেছেন শিঙ্গা বাজিয়ে। শিঙ্গা বাজিয়ে কৃষ্ণের বংশীবাদনের সুবিধা রেখেছেন। শিঙ্গা বাজানো মানে, দুশমনরা ভয় পাচ্ছে, সামনে বলরাম আছেন কিছুতেই আর যাওয়া যাবে না। এইজন্য পরিপূরকভাবে কৃষ্ণলীলাকে সহায়তা করেছেন বলদেব প্রভু তার সমস্ত বুদ্ধিবিদ্যা দিয়ে। এজন্য বলরামের লীলা অপেক্ষা কৃষ্ণলীলা মধুর হলেও সেই মধুরলীলাকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে সহায়তা করেছেন বলদেব প্রভু। সেজন্য বলদেব বলে শ্রেষ্ঠ-বলীনাং শ্রেষ্ঠ বলশালী লোকেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি তালবনে

ধেনুকাসুরকে মেরেছিলেন এরকম সব interesting লীলাগুলো এখানে ছড়িয়ে আছে। যমুনা বিখ্যাত হয়ে আছে তার ক্রোড়ে কৃষ্ণ কালিয়দমন লীলা করেছেন মানে বলরাম এবং কৃষ্ণের লীলার সহায়তা করতে পেরে।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥"❑

ধ্বনির ধূনি জ্বালিয়ে রাখো

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

ধ্বনি—বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতি-কোল হৈতে টানি আনে ॥
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ—২১।১৪২)

এক সময় শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির এই বিক্রম ব্রজের সকলকে মাতিয়ে তুলেছিল। ঐ ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রপঞ্চে ঐ ধ্বনি স্থাবর, জঙ্গম সকলের মধ্যে বিকার এবং স্বভাবের বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছিল। আজ কলির জীব আমরা, সেই ধ্বনি আজও সমানে বেজে চলেছে। হয়তো সুর, তাল, ঝঙ্কারের পরিবর্ত্তন এসেছে ঠিকই কিন্তু সমান গতিতে সেই ধ্বনির স্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে। দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে বাজিয়েছিলেন বাঁশী। সেই বংশীর ধ্বনি কত মধুর কত রসাল তা কেবল বর্ণনে পাই। কিন্তু আজ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রকাশিত হরিনাম সংকীর্ত্তনের ধ্বনি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে, বিশালভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। আজ কলির কলহের মধ্যেও সর্বত্র হরিনাম সংকীর্তনের ধ্বনি বেজে চলেছে। আমরা সকলে ঐ হরিসংকীর্তনের ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে এসেছি মহাজনগণের চরণ তলে।

কৃষ্ণ দ্বাপরযুগে যমুনা পুলিনে রাসলীলার আহ্বান করেছিলেন যে বংশীধ্বনির দ্বারা, সেই ধ্বনিরই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত হরিনাম সংকীর্ত্তন ধ্বনি। শ্রীমন্মহাপ্রভুও রাসলীলা করলেন ঐ হরিনাম সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে। দুই রাসলীলার তাৎপর্য একই, শুদ্ধজীব আত্মার সেবায় অধিকার লাভ তার মধ্যে তফাত এইটুকু যে, এক রাসে কেবল গোপীগণ অধিকার পেলেন আর শ্রীমহাপ্রভুর রাসে উদারতার ছটায় সকলে অধিকার পেলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাও দেখতে দেখতে ৫০০ বছরের অধিক হলো। কিন্তু তাঁর সংকীর্তন রাস বন্ধ হয়নি, ধূনি দাউ দাউ করে জ্বলছে—এটা আমাদের ভাগ্য। শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদগণ একে একে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে সংকীর্ত্তনের ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন। শ্রীলরূপ-সনাতনাদি পার্ষদগণের অনুগতজন বিশেষ করে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শুদ্ধ কৃষ্ণনামের ধূনি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর অনুগত হয়ে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ঐ ধূনির বিশাল রূপ দান করেছেন, যার ফল স্বরূপ আজও হরিকীর্ত্তনের কলরব সর্বত্র কলিহত জীবের কানে পৌঁছাচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির চরম প্রভাব ব্রজগোপীগণকে সংসারের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে শ্রীকৃষ্ণের সর্বেন্দ্রিয় তর্পণপরতায় সম্যক ভাবে নিয়োজিত করেছিল। আজও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধ্বনি মায়াবদ্ধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর বহু লোকের মধ্যে থেকে কিভাবে সুকৃতি সম্পন্ন জীবকে আকৃষ্ট করে কৃষ্ণ ইন্দ্রিয় তর্পণে নিয়োজিত করছে—তার সাক্ষী আমরাই। আমরাও সেই ধ্বনির প্রভাবে ভক্তিপথের পথিক হয়েছি। সেই ধ্বনির স্রোত হয়ত বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় বিপুলভাবে প্রবাহিত ছিল। আজ আমরা যে প্রবাহ দেখছি হয়তো তুলনায় ক্ষীণগতি লাভ করেছে। কিন্তু আজকে আমরা সেই ধ্বনির ধূনির সংস্পর্শে রয়েছি। তার স্নিগ্ধ সুশীতলতা অনুভব করে ত্রিতাপ জ্বালা থেকে অনেকটা রক্ষা পাচ্ছি। এই ধূনির আলোক আমাদের জীবনকে আংশিক হলেও অপ্রাকৃত রাজ্যের সৌগন্ধ দান করছে। তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের। যদিও আমরা তাঁদেরকে দেখি নাই কিন্তু তাঁদের তৈরী গৃহে বাস করে সেই শুদ্ধধ্বনির ধূনির সাহচর্যে পরমার্থ জগতে বেঁচে রয়েছি।

আমরা দেখেছি ধারার পরবর্ত্তী আচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীল ভক্তিকেবল ঔডুলোমি গোস্বামী গুরু মহারাজ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত গোস্বামী মহারাজকে, যাঁরা হরিকীর্ত্তনের ঐ ধূনিকে সম্যকভাবে রক্ষা করেছেন। ঐ ধূনির

সেবা করার কায়দা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। যে কৃষ্ণকথা ব্রজগোপীদের জীবন সেই শুদ্ধ কৃষ্ণকথাই আমাদের ন্যায় কলিহত জীবের একমাত্র জীবন ধন ও প্রাণ। এছাড়া জীবন অন্ধকারময়। তাই তাঁরা ঐ ধূনির আলোকের স্পর্শ দিয়ে পরমার্থ জগতকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে গেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের ঠিক পরে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্যদেব এসে ঐ ধূনিকে কিভাবে সংরক্ষণ করেছেন, তার ইতিহাস আমাদের কাছে অজানা নাই। গৌড়ীয় ধারা কৃষ্ণেচ্ছায় আজ শতধারায় বিভক্ত। কীর্ত্তনের ধূনি ছোট বড় আকার ধারণ করে সর্বত্র জ্বলছে ঠিকই গৌড়ীয় মিশন শ্রীল আচার্যদেবের অনুগত হয়ে যে ধূনিকে ধরে রেখেছে তার বৈশিষ্ট্যই আলাদা। নিরপেক্ষভাবে বিচার করলেই তা ধরা পড়ে। শুদ্ধ ধূনির সেবা আমরা পেয়েছি, তার সংস্পর্শে আমরা রয়েছি—এ আমাদের মহাভাগ্য। এর থেকে বড় ভাগ্য আর কি হতে পারে?

মিশনের বর্ত্তমান আচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ ঐ শুদ্ধ-সংকীর্ত্তনের ধূনিকে আজও জ্বালিয়ে রেখেছেন। পূর্ব পূর্ব গুরুবর্গের আর্শীর্বাদে তাঁর কীর্ত্তন সেবায় বিশুদ্ধতা, কীর্ত্তন রচনার শৈলী, কীর্ত্তনের ভাব গম্ভীরতা সর্বক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করে। তাঁর দ্বারা রক্ষিত হরিকীর্ত্তন ধূনির শোভা আজও অনন্য এবং অন্যান্য গৌড়ীয় ধারার থেকে আলাদা। হতে পারে অন্যান্য গৌড়ীয় আচার্যগণের মতো তিনি দেশ বিদেশ মাতিয়ে বেড়ান না অথবা বহু মঠ ও বহু শিষ্য সংগ্রহে রুচি দেখান না কিন্তু তাঁর চরিত্রে বা লীলায় এটি স্পষ্ট লক্ষিত হচ্ছে। তিনি শুদ্ধ ধ্বনির আলোক দান করে সকলকে রক্ষা করে চলেছেন। আমরা তাঁর অনুগত জন হয়ে তাঁর ঐ লীলায় সাক্ষী রয়েছি বা ঐ সেবায় নিযুক্ত আছি-এটাই আমাদের ভাগ্য। যারা প্রকৃত গৌড়ীয় তাঁরা ঐ ধূনির সেবাই শ্রেষ্ঠ সেবা বলে জানেন, ঐ সেবাই তাঁদের জীবন, এটাই তাঁদের প্রাণ।

বর্ত্তমানে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব অসুস্থলীলায় রয়েছেন। ভজনে ক্রমে আমাদের শিথিলতা বাড়ছে।মঠে মঠে ধ্বনির ধূনি ক্ষীণ হচ্ছে। শুদ্ধধূনিকে জ্বালিয়ে রাখা, ঐ সেবায় আনুকূল্য বিধান করাই আমাদের ধর্ম তা ভুললে চলবে না। মিশনের বাহ্য আকার বা বপুর সেবা খুব হয়েছে আর প্রয়োজন নাই। ধ্বনির সেবায় সকলকে লেগে যাওয়া দরকার। হরিকীর্ত্তনের ধূনি জ্বালিয়ে রাখবার প্রচেষ্ঠায় কোনও ত্রুটি করা উচিত নয়। এটা আমাদের কর্ত্তব্য ও সেবাও বটে। এটা বাদ দিয়ে যদি অন্যান্য ক্ষুদ্র সেবাকে বহুমানন করি বা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থকে চরিতার্থ করবার প্রয়াস করি, তাহলে আমাদের ঠকে যেতে হবে।সেক্ষেত্রে আমাদের মস্ত বড় ক্ষতি হয়ে যাবে এবং তার ফল কেবল আমরা নয় সমগ্র ভক্তিজগতের সাধক এবং সমগ্র বিশ্ববাসীও ভোগ করবে—এটা কখনই মেনে নেওয়া যায় না। অন্তরীক্ষ থেকে আমাদের গুরুবর্গ যেন বলছেন—''ধ্বনির ধূনি জ্বালিয়ে রাখো, এতেই তোমাদের নিত্য মঙ্গল।''।❑

শ্রীগুরুকৃপাতেই কৃষ্ণ সম্বন্ধ লাভ

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ, সহ মঠাধ্যক্ষ (গোদ্রুম)

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু গয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে গৃহে এসেছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা যা কিনা সমস্ত অনাদি বহির্মুখতাকে অপসারিত করে কৃষ্ণ ভক্তির বীজ অর্পনের দ্বারা কৃষ্ণের শুভ আবির্ভাব করান। যদিও মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান, ঔদার্য্যময় করুণার মূর্ত্তি তিনি নিজে আচরণ করে জগতকে শিক্ষা দিচ্ছেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তিনি জড় কথা, বিষয় সম্বন্ধ রহিত ভগবদ্ কথার অবতারণা শুরু করেছেন। পড়ুয়াগণ এসেছেন, তিনি সূত্র, বৃত্তি সর্বত্রই কৃষ্ণ সম্বন্ধ যুক্ত কথা কীর্ত্তন করছেন।

''আবিষ্ট হইয়া প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
সূত্র-বৃত্তি, টীকায়, সকল হরিনাম ॥
প্রভু বলে,—সর্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্ব-শাস্ত্রে 'কৃষ্ণ' বৈ না বলয়ে আন ॥
হর্তা, কর্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ ভব আদি সব কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে।
বৃথা জন্ম যায় তা'র অসত্য বচনে ॥''

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৪৭-১৫০)

ছাত্রগণকে তিনি সর্বত্র কৃষ্ণ সম্বন্ধ তত্ত্বের কথা বলছেন। কৃষ্ণের অপার করুণার কথা বলতে গিয়ে পূতনার কথা কীর্ত্তন করেছেন।

"পূতনারে যে প্রভু কৈলা মুক্তি-দান।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি লোকে করে অন্য ধ্যান ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৬০)

কৃষ্ণের কৃপা, করুনা বিতরণ করতে গিয়ে ভাগবতে

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণ ব্রজেম ॥ (ভাঃ ৩।২।২৩)

কৃষ্ণের মতো এই রকম দয়ার মূর্ত্তি, করুনার সিন্ধু, দীনবন্ধু আছে কি সংসারে, যার আমি শরণ নিতে পারি? যে কিনা কৃষ্ণকে মারবার জন্য স্তনে বিষ মাখিয়ে এসেছেন, ননীর পুতুল কৃষ্ণকে মারবার জন্য এসেছেন, তাকে তিনি নরকগতি না দান করে মাতৃসম ব্রজমায়ের মূর্ত্তি অভিবাদন করে ধাত্রীগতি দান করেছেন। তাই শ্রীশুকদেব গোস্বামীপাদ বলছেন এই রকম করুনার মূর্ত্তি যে গোবিন্দ তাঁকে ছাড়া এই সংসারে কার শরণাগত হবো? শ্রীমদ্ভাগবত বললেন—

"এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিমনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎসত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্ ॥
(ভাঃ ১১।২৯।২২)

যৎসত্যমনৃতেনেহ—এই অসত্য মানবদেহ দ্বারা এই জন্মেই যদি সত্য ও অমৃতস্বরূপ ভগবানকে যিনি লাভ করেন তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান তিনিই মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনিষী। মহাপ্রভু তিনি তাঁর গৃহস্থ জীবনে আচরনের মাধ্যমে শিক্ষা দিচ্ছেন, প্রতিটি গৃহস্থ ব্যক্তির হরিকীর্ত্তন হরিসেবন, তুলসীজলদান, শ্রীকৃষ্ণ অর্চন এবং মহাপ্রসাদ সেবন এগুলি ভক্তিজীবনের প্রধান অঙ্গ। ভাগবত কথা কীর্ত্তন করার পর তিনি যথাবিধি অনুসারে তুলসীজল প্রদান ও শ্রীকৃষ্ণ অর্চন করেছেন এবং মহাপ্রসাদ সেবন করেছেন। শচীমাতা জিজ্ঞেস করলেন মহাপ্রভুকে, বাবা! তুমি আজ ছাত্রগণকে কি পড়িয়েছ?

"প্রভু বলে, আজি পড়িলাঙ কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণ-চরণ কমল গুণধাম ॥
সত্য কৃষ্ণনামগুন-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে যে জন ॥
সেই শাস্ত্র সত্য-কৃষ্ণভক্তি কহে যা'য়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষন্ডত্ব পায় ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৯৩-১৯৫)

তিনি প্রকারান্তরে বলে দিলেন—

"যস্মিন শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎশাস্ত্রং, যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥"
(চৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৯৬)

যে শাস্ত্রে কৃষ্ণের কথা, ভগবানের কথা নাই, যা জগত জীবের নিত্য মঙ্গল বিধান করেন, জীবের পরম ও চরম কৃষ্ণ ভক্তি দান করেন সেই কৃষ্ণ শব্দ যে সকল শাস্ত্রে নেই সে সকল শাস্ত্র জীবকে পাষন্ডত্ব দান করে তা পড়বার কোন প্রয়োজন নাই। শচীমাতাকে তিনি কপিলদেবের ভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন। বলছেন—'মা, তুমি সর্বতোভাবে কৃষ্ণের শরণাগত হও। কৃষ্ণ তাঁর ভক্তের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন, Safety security and Punctuality। আমাদের জীবনের এতবড় ভরসা কোন ব্যক্তি কোন শাস্ত্র দিতে পারে না। গীতাতে তিনি বলছেন—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥
(গীঃ ৯।২২)

অনন্যভাবে যাঁর চরণে শরণাগত হলে material জগতের যা requirements অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, ভগবান বলছেন—'আমি সব ব্যবস্থা করি' শুধু তাই নয়। সেটাকে রক্ষা করি। ভগবান গীতায় বলছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥"
(গীঃ ৭।১৪)

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭)

কৃষ্ণকে ভুলে যে দুঃখ সমুদ্রে ভাসছি, দুঃখে নিষ্পেষিত হচ্ছি কৃষ্ণ বললেন তুমি একবার আমাতে প্রপন্ন হয়ে যাও, তোমার সমস্ত দুঃখের অবসান করে দেব।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥
(গীঃ ১৮।৬৬)

কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন! তুমি সবকিছু যদি ত্যাগ করে

আমার শরণাগত হও, তারজন্য যদি তোমার অপরাধ, পাপাদি হয়, দুঃখের কারণ নাই, আমি তোমার সমস্ত প্রকার পাপ থেকে নিষ্কৃতি দান করে পরম কল্যান দান করব। না পিতামাতা, না ভগিনী ভ্রাতা, না দেশপিতা কেউ এতবড় gurantee আমাদের দিতে পারবে না। শ্রীমদ্ভাগবতে আর বড় করুণার কথা বললেন—যদি একান্তভাবে গোবিন্দের চরণে কেউ শরণ নেয়, গোবিন্দ তাকে সর্বদা রক্ষা করেন।

''তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃ শ্লোকযশোঽনুগীয়তে ॥''

(ভাঃ ১২।১২।৫০)

''কৃষ্ণ সেবকের মাতা! কভু নাহি নাশ।
কালচক্র ডরায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস ॥''

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১।২০০)

আমি কৃষ্ণের চরণে কেন শরণাগত হব, কৃষ্ণ আমার life এর কি security দেবেন? শ্রীলশুকদেব গোস্বামী ভাগবতে তা বর্ণন করেছেন। পঞ্চপান্ডব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, অশ্বত্থামা পঞ্চ পান্ডবের পাঁচপুত্রকে বধ করেছেন, অর্জুন সেই অশ্বত্থামাকে বন্দি করে নিয়ে এসেছেন। ভক্তের চরিত্রকে জগতের সামনে তুলে ধরার জন্য কৃষ্ণ বারবার অর্জুনকে insist করেছেন—অশ্বত্থামাকে বধ করতে অর্জুন অস্বীকার করেছেন। যখন বন্দী অবস্থায় দ্রৌপদীর সামনে এনে উপস্থিত করেছেন, দ্রৌপদী কৃষ্ণের সখী যে কিনা গুরুপুত্র জ্ঞানে, ব্রাহ্মণ জ্ঞানে অশ্বত্থামাকে মুক্ত করে দিয়েছেন।

অশ্বত্থামা দুর্জনের সঙ্গে দুর্জন বৃত্তির আশ্রমে ছিলেন তাই তার দুর্জনত্বের অভাব হয় নাই। বন্দী দশা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি পঞ্চপান্ডবের বংশের একমাত্র প্রদীপ। উত্তরার গর্ভে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন পরীক্ষিৎ মহারাজকে ধ্বংস করার জন্য। কিন্তু উত্তরা দেবী জগতপতি কৃষ্ণের চরণে শরণ নেন, তখন কৃষ্ণ উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করে সুদর্শন চক্র হস্তে পরীক্ষিৎকে পরিক্রমণ করেছিলেন এবং অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রকে নাশ করেছিলেন। এইজন্য বলছেন—

''গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক, মাতা, কিছুই না জানে ॥''

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১।২০১)

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ, শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ, শ্রীশুকদেব গোস্বামী সকলে প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণের এই করুনাময় বিগ্রহ মাতৃগর্ভে দর্শন লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ জীবদ্দশায় সর্বক্ষণ ঐ ব্যক্তিকে অন্বেষণ করতেন। শুধু তাই নয় যখন তিনি শমীক মুনির পুত্র শৃঙ্গীর দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিলেন সাতদিনের মধ্যে তক্ষক দংশনে মৃত্যু, তখন তিনি সমস্ত কিছু ত্যাগ করে গঙ্গাতীরে 'শূকরতল' নামক স্থানে উপবেশন করেছিলেন কৃষ্ণ কৃপা লাভ করবার জন্য। সেখানে অষ্টআশি হাজার মুনি ঋষিগণ উপস্থিত হয়েছিলেন। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ প্রশ্ন করেছিলেন, মুমুর্ষু ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ কর্তব্য কি? কেউ যখন সদুত্তর দিতে সক্ষম হন নাই, তখন পরীক্ষিৎ মহারাজ কৃষ্ণের শরণ নিয়েছিলেন। কৃষ্ণের কৃপায় সেই সভায় শ্রীশুকদেব গোস্বামীর আগমন হয় এবং তিনি পরীক্ষিৎ মহারাজকে কৃষ্ণকথা শুনিয়েছিলেন।

''জগতের পিতা-কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ ॥''

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১।২০২)

জীব কৃষ্ণ দাস' এই সম্বন্ধ যখন ভুলে যায় তখন জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার জনিত সংসার দুঃখ লাভ।

''(জীব) কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস
করাল আর দুঃখ নাই।''

(ভক্তিবিনোদ গীতি সংগ্রহ)

কিন্তু আমি কৃষ্ণকে স্বীকার করব তবে তো। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণভক্ত তখন আমাদের কাছে করুনার মূর্ত্তি রূপে অবতরন করেন।

আমরা কৃষ্ণকে ভুলে মায়ার দ্বারা নিষ্পেষিত হচ্ছি দেখে জগৎপিতা কৃষ্ণের দুঃখ হয় তাই তিনি নামরূপে, বৈষ্ণব রূপে, বিগ্রহরূপে, ধাম রূপে ও প্রসাদরূপে জগতে প্রকটিত হয়ে সমস্ত জীবের কল্যান বিধান করেন। যখনই গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় নাম প্রভুর চরণে এবং ভগবদ্ চরণে শরণাগত হয়ে আত্মবৃত্তির দ্বারা কৃষ্ণনামের আবির্ভাব হয় তখন যোগমায়া দেবী আমাদের কৃষ্ণ সেবা রাজ্যে প্রেরণ করেন। শ্রীলশুকদেব গোস্বামী পাদ বললেন—''যেন তেন প্রকারেন কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হতে পারলেই আমাদের সমস্ত ক্লেশের নাশ।'' ❑

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরধাম পরিক্রমণের প্রাক্কালে সপ্তাহকাল ব্যাপী গৌরকথা শ্রবণ কীর্ত্তন

বক্তাঃ ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

সংগ্রাহক—শ্রীসদানন্দ দাস, ব্রহ্মচারী (কলকাতা)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় দিবস—সকাল

দধানঃ কৌপীনং বসনমরুণং শোভনময়ং
সুবর্ণাদ্রেঃ শোভাং সকল-সুশরীরে দধদপি।
জপন্ রাধাকৃষ্ণং গলদুদক-ধারাক্ষিযুগলঃ
শচীসূনুঃ শশ্বৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু স মে ॥
মুদাগান্নুচ্চৈর্মধুর - হরিনামাবলিমহো।
নটন্ মন্দং মন্দং নগরপথগামী সহ জনৈঃ।
বদন্ কাক্কা রে রে বদ হরিহরীত্যক্ষরযুগং
শচীসূনুঃ শশ্বৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু স মে ॥

শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি তিনি নিত্য, প্রত্যহ, প্রতিক্ষণ আমাদের স্মরণ পথের পথিক হউন। তিনি আমাদের ভাবনার পথে উদিত হোন। শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইরূপ প্রার্থনা করছেন তাঁর রচিত শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা-স্মরণ মঙ্গল স্তোত্রের মাধ্যমে।

শ্রীগৌরসুন্দর শচীর গৃহে আবির্ভূত হয়ে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আলয়ে বাল্য লীলা বিলাস কালে তিনি চৌরদ্বয়কে মোহন, গঙ্গাস্নানকালে সাথীদের সাথে জলকেলি, দিগ্বিজয়ী পন্ডিতকে পরাস্ত, জগাই মাধাইকে উদ্ধার, চাঁদ কাজীকে দলন করে তিনি যখন কাটোয়ায় শ্রীকেশব ভারতীর কাছে চতুর্থ আশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করে যখন কৌপীন ধারণ এবং তার উপরে অরুণবর্ণের বহির্বাস পরে প্রকটিত হলেন ''শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'' নাম নিয়ে তখন এক দিব্যরূপ দিব্যমূর্ত্তি প্রকাশ পেল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই দুটি শ্লোকের মাধ্যমে তাঁর সেই দিব্যরূপের কথা বলছেন না তিনি বিপ্রলম্ভমূর্ত্তির কথা বলছেন। তাই দুটি শ্লোকের শীর্ষক দিয়েছেন ''বিপ্রলম্ভ রসে স্বয়ং হরিনাম কীর্ত্তন ও জগদ্বাসীকে নাম ভজন উপদেশপর শ্রীগৌরহরি।''

শ্রীচৈতন্যদেব বিপ্রলম্ভ ভাবে বিভাবিত। তাঁর গৌরবর্ণ, অরুনবর্ণের বসন ধারণ, দন্ড কমন্ডলু ধারণ, কৌপীন ধারণ সবকিছুর মধ্যে একটা বিরহভাব। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন—শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণন থেকে আমাদের বিপ্রলম্ভ রসের কথা জানতে হবে। রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের গুণ বর্ণন প্রধান যে শ্রীমদ্ভাগবত তাতে শ্রেষ্ঠলীলা রাসলীলার বর্ণন রয়েছে। সেই রাসলীলা থেকেই বিপ্রলম্ভ রসের উদ্ভব। যে সময় শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা থেকে অন্তর্ধান করলেন তার পিছনে এক বিরাট প্রাপ্তির অভিলাষ ছিল। তিনি চিন্তা করলেন সম্ভোগরস পুষ্ট হয় না, ঘনীভূত হয় না যদি সম্ভোগরসে বিপ্রলম্ভের ছোঁয়া না থাকে। রাসলীলায় যখন সকল গোপী ভাবছেন কৃষ্ণ তারই কাছে আছে ঠিক সে সময় সেই আনন্দকে আরো ঘনীভূত করবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ অন্তর্ধান করলেন অর্থাৎ বিপ্রলম্ভ বা বিরহরসের শুরু হলো। প্রিয়জনকে কাছে না পাওয়ার আর্তি অভিলাষ। সেই রসকে উন্নত উজ্জ্বল রস বলেছেন। আমরা ভাগ্যবান যে, মহাপ্রভু বিপ্রলম্ভ ভাবে বিভাবিত হয়ে কলির প্রথম সন্ধ্যায় নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়ে তাঁর সামগ্রিক লীলার অন্তভাগে লীলার পরিপুষ্টি করেছেন। নিজে আস্বাদন করে দেখিয়েছেন, আজ তাই তাঁর বাণীর মাধ্যমে সেই রসের ছিঁটে ফোঁটা পাই শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপায়। সেই বিপ্রলম্ভ রস ভাবিত শ্রীগৌরহরির রূপ ও লীলার বর্ণন করতে গিয়ে বলেছেন—''দধান .....দধদপি কি সুন্দর বিশাল তাঁর শরীর যেন সুবর্ণ নির্মিত একটা পর্বত, সুললিত গঠন, সেই শোভা সমগ্র শরীরে ধারন করেছেন।

''জপন্.... ধারাক্ষিযুগলঃ''—তিনি মৃদু মৃদু স্বরে রাধাকৃষ্ণ নাম জপ করছেন, নিরন্তর চক্ষু দিয়ে অশ্রু ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। কোন এক বিরাট তাপ, বিরহ, প্রাপ্তির প্রবল তৃষ্ণা যেন ভেতর থেকে তাঁর হৃদয়কে ছারখার করে দিচ্ছে তারই বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ দুই চোখ দিয়ে আশ্রুধারা নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি একেলা কৃষ্ণের নাম নয়, রাধাকৃষ্ণের যুগল নাম করছেন, শিক্ষা দিচ্ছেন আমরা যুগলের উপাসক। ভক্তকে নিয়ে ভগবান, সেবককে নিয়ে সেব্য, আশ্রয়কে নিয়ে বিষয় বিগ্রহ—এই হচ্ছে মহাপ্রভুর শিক্ষাধারার গভীর রহস্য। এইরূপ এক মহাপ্রভু যিনি বিপ্রলম্ভ মুর্ত্তিধারী তিনি আমার স্মরণ পথে উদিত হোন।

'মুদাগান্নুচ্চৈর্মধুর-হরিনামাবলিমহো'—আনন্দের সঙ্গে উচ্চৈস্বরে কীর্ত্তন করছেন নিজের নামাবলী মানে নিজেই

তিনি কৃষ্ণ, নিজের নাম কীর্ত্তন করছেন আবার অন্যদিক দিয়ে তিনি নিজে এই নাম এনেছেন সম্যগ্‌রূপে সংসারে প্রকাশিত করেছেন। আমরা যদি উচ্চৈস্বরে কীর্ত্তন করি তাহলে সেটা আরাধ্যদেবতাকে প্রফুল্লিত করে আনন্দে ভাসিয়ে দেন। আর সেই আনন্দের ছিটেঁফোটা তাদের গায়ে গিয়েও পড়ে। তখন তার জীবনও আনন্দে ভরিয়ে তোলে, এই হলো সেবা।

মৃদু নৃত্য করতে করতে নগরের পথে পরিকরগণকে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। ''বদন্ কাক্কা রে রে বদ হরিহরীত্যক্ষরযুগং—'কাক্কা—এটা এক বৈষ্ণবীয় ভাষা অর্থাৎ করুন স্বরে, আর্তির সঙ্গে 'হরি বলো' 'হরিবলো' বলছেন। 'হরি' শব্দের অর্থ টীকাকারগণ বলছেন 'অবিদ্যা হরনাৎ ইতি হরি'। 'হরি' ই ভোক্তা আমি তাঁর দাস' এই জ্ঞানের অভাব যেখানে তার নাম অবিদ্যা। যে নামের উচ্চারণে সেই অবিদ্যা ক্রমে দূরীভূত হয় তার নামই 'হরি'। সেই প্রচেষ্টাই মহাপ্রভু করেছেন।

''কৃষ্ণ বলো সঙ্গে চল এই মাত্র ভিক্ষা চাই।''

আর্তির সঙ্গে বলছেন মহাপ্রভু—হে ভাই। হরি বলো। 'হরি' বললে অবিদ্যা দূর হবে। তাছাড়াও 'হরি' শব্দেতে কয়েকটি অর্থ বলেছেন। সাধারণ জীবের জন্য 'হরি' শব্দে পাপহারী আর শ্রীগৌরভক্তের জন্য 'হরি' শব্দে 'চিত্তহারী', আমার চিত্তকে হরণ করো। 'পাপ হরণ করো' এটা গৌড়ীয় ভক্তগণ চান না। তুমি (ভগবান) আমার অবিদ্যা হরণ করো, আমার চিত্তকে হরণ করো। শ্রীচৈতন্যদেব সেইজন্য 'হরি' 'হরি' বলতেন আর সেইজন্য শ্রীচৈতন্যের অনুগগণ হরিধ্বনি করেন। মনে এই ভাব নিয়ে যদি হরিধ্বনি উচ্চারিত হয় তাহলে সেটা পরম সুন্দর এবং শ্রীগৌরসুন্দর তাতে খুশি হন। 'বদন কাক্কা অক্ষরযুগং—বিপ্রলম্ভ ভাব ও বিপ্রলম্ভ শরীর মহাপ্রভুর এই অবস্থাতে কলির জীবকে নাম উপদেশ, তোমরা আর্তির সঙ্গে কর হরি নাম, জপ, কীর্ত্তন করো।

'এক' কৃষ্ণনাম করে সর্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥

(চৈঃ চঃ আ ৮।২৬)

শ্রীমহাপ্রভু দেখিয়েছেন অনর্থকে দূরীভূত করবার পথ এই হরিনাম, প্রেম প্রকাশিত করবার কারণ এই হরিনাম এবং সেই হরিনামই তোমার গতি অর্থাৎ এই হরিনামেই তোমার সর্বসিদ্ধি।

''ইহা হৈতে সর্বাসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্বক্ষণ বল' ইথে বিধি নাহি আর ॥''

(চৈঃ ভাঃ মঃ। ২৩।৭৮)

প্রেম যে এক বস্তু ইহা সর্বফলকে ক্রোড়ীভূত করে রাখে। কোন এক মহাজন তার উপদেশে বলেছেন—''প্রেম যে বস্তু সেটি কেবল প্রেমিক মহাজনের হৃদয়ে থাকে এবং সেই প্রেমিক মহাজনের পেছনে থেকে তাঁর অনুগত হয়ে ভজন করতে করতে তাঁদের সেবা করতে করতে প্রেম সঞ্চারিত হয়। এই সঞ্চারণ ক্রিয়ার লোভে আমাদের ধামে আশা। শ্রীমহাপ্রভু বলছেন—

''শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
'বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥
ইহা বই আর না বলিবা বলাইবা।
দিবা অবসানে আসি' আমারে কহিবা ॥
তোমরা করিলে ভিক্ষা যেই না বলিব।
তবে আমি চক্রহস্তে সবারে কাটিব ॥''

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৮-১১)

মহাপ্রভু সাবধান বানী করেছেন, মায়ার কবলে পড়ে তোমরা জ্বালায় জর্জরিত হবে, মারা পড়বে তাই 'হরি' বলো। আনন্দের রাজ্যে চলে যাবে, সব দুঃখ দূরীভূত হবে।

সেই শচীসূনু নিরন্তর আমার স্মরণ পথে আবির্ভূত হোন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী এই শ্লোকের সমতুল একটি শ্লোকে বলেছেন—

দধানঃ কৌপীনং তদুপরি বহির্বস্ত্রমরুণং
প্রকান্ডো হেমাদ্রিদ্যুতিভিরভিতঃ সেবিততনুঃ।
মুদা গায়ন্নুচ্চৈর্নিজমধুরনামাবলিমসৌ
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥

(শ্রীশ্রী স্তবরত্নমালা শ্রীশচীসূন্বষ্টকম্)

ষড় গোস্বামীগণ প্রত্যেকেই তাঁরা মহাপ্রভুর পার্ষদ, বিপ্রলম্ভ রসের সেবক। প্রত্যেকেই বিপ্রলম্ভ রসে পরিপূর্ণ তত্ত্ব। সেইসকল মহাজন এবং তাঁদের অনুগরূপে শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীলপ্রভুপাদ এবং গৌড়ীয় গুরুবর্গের আশ্রয়ে আমরা এই বিপ্রলম্ভ রস রসিক, বিপ্রলম্ভ মূর্তি গৌরহরির সুখ বিধানার্থের আদেশ, তাঁর উপদেশ শিক্ষা ধারণ করে আমাদের জীবনকে যেন সার্থক করতে পারি। ❑

শ্রীশ্রীগৌড়মন্ডল পরিক্রমার বিবরণী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সংগ্রাহক—বৃন্দা দাসী, বীরভূম

মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থান কালে, শ্রীরাঘব পন্ডিত ও তাঁর ভগ্নী দময়ন্তী দেবী শ্রীমহাপ্রভুর প্রিয় নানা সুস্বাদু দ্রব্যের থালি সাজিয়ে প্রতি বৎসর নিয়ে যেতেন—তাতে প্রভুর খুব সন্তোষ হতো তা রাঘবের ঝালি বলে বৈষ্ণব সমাজে প্রসিদ্ধ।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীরাঘব ভবনে নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করলে শ্রীরাঘব পন্ডিত ভক্তগণ সহ শ্রীনিত্যানন্দের অভিষেক করেছিলেন এবং জম্বির বৃক্ষ থেকে কদম্বপুষ্প চয়ন করে এনে মালা গেঁথে প্রভুকে পরিয়েছিলেন। শ্রীরাঘব পন্ডিতের শ্রীচরণ বন্দনা করে গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষ মূলে যেখানে নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্রাম করেছিলেন সেই স্থানে গিয়ে দন্ডবৎ পরিক্রমা করে খড়দহ উদ্দেশ্যে যাওয়া হয়।

খড়দহ—উঃ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত খড়দহ। এখানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বসুধা জাহ্নবা মাতাকে নিয়ে কিছু কাল বাস করেছিলেন। এখানে বসুধা মাতার কোলে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু ও কন্যা গঙ্গাদেবী জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বাসস্থানে দন্ডবৎ অন্তে গঙ্গাতীরে বসে কিছুক্ষণ শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা সূচক কীর্ত্তন হয় এবং শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্যটক মহারাজ স্থান মহিমা কীর্ত্তন করেন। পরে ভক্তগণ গঙ্গাস্নান করে বিকাল ৪টা নাগাদ শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্যামসুন্দর জীউর মন্দিরে আসেন। অপূর্ব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন আরতী করে ভক্তগণ পরম আনন্দ লাভ করেন।

হালিশহর (কুমারহট্ট)—উঃ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত—শ্রীঈশ্বর পুরীপাদের জন্মভিটা। প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ আমাদের পরিক্রমা পার্টি এই স্থানে পৌঁছায়। এখানে মহাপ্রভু এসে নিজ শ্রীগুরুদেবের প্রতি অবর্ণনীয় ভক্তির মহিমা দেখিয়েছেন।

''কান্দিলেন বিস্তর শ্রীচৈতন্য সেই স্থানে।
আর কিছু শব্দ কিছু নাই ঈশ্বরপুরী বিনে ॥
সে-স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি'।
লইলেন বহির্বাসে বান্ধি' এক ঝুলি ॥
প্রভু বলেন—''ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা—আমার জীবন ধন প্রাণ ॥''

(চৈঃ ভাঃ আ ১৭।১০০-১০২)

মহাপ্রভু যেস্থান থেকে মৃত্তিকা সংগ্রহ করেছিলেন কালে সেই স্থানে এক ডোবার সৃষ্টি হয় এবং সেই ডোবা শ্রীচৈতন্য ডোবা নামে সমাদৃত। ভক্তগণ শ্রীচৈতন্য ডোবার জল শিরোধারন করে দন্ডবৎ প্রণামাদি করেন এবং পুনরায় বাসে রাত্রি ৮.০০ টা নাগাদ চাকদহ শ্রীগৌড়ীয় মঠে পৌঁছালে সেখানে রাত্রিবাস হয়।

১৮-০৪-১৭ মঙ্গলবার—চাকদহ (যশোড়া)—চাকদহ থানার অন্তর্গত যশোড়া গ্রামে শ্রী জগদীশ পন্ডিতের সেবিত শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মঙ্গলারতি ও পরিক্রমা অন্তে নাট্যমন্দিরে বসে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন হয়। পরে এখানকার মহারাজজী স্থান মহিমা কীর্ত্তন করেন। তিনি বলেন—

''এই জগন্নাথ বিগ্রহ নীলাচল থেকে জগদীশ পন্ডিতের সেবা গ্রহণ করবার জন্য এখানে এসেছেন। শ্রীজগদীশ পন্ডিত একটি যষ্ঠিতে বাঁক তৈরী করে এই বিগ্রহ বহন করে নিয়ে আসেন''। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর জগদীশ পন্ডিতের বাড়ি এসেছিলেন, পরে নীলাচলে গমনোদ্যত হলে জগদীশের পত্নী 'দুঃখিনী মাতা' অত্যন্ত বিরহ কাতর হয়ে পড়লে তাঁকে মহাপ্রভু গৌর-গোপাল মূর্ত্তি দিয়ে যান। এখনও দুঃখিনী মাতার সেবিত গৌর-গোপাল বিগ্রহ এখানে পূজিত হচ্ছেন। জগদীশ পন্ডিত ও দুঃখিনী মতো বাৎসল্যভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করতেন।

এখানে সকালে প্রসাদ সেবন করে পরিক্রমাকারী ভক্তগণ বাসযোগে সকাল ৯.০০টা নাগাদ বীরনগর এসে পৌঁছায়।

বীরনগর—বীরনগরের অন্তর্গত উলাগ্রাম গৌড়ীয় মিশনের মূলপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবস্থলী—এটি তাঁর মাতুলালয়। ছোটোবেলায় ঠাকুরমহাশয় এই স্থানেই লালিত পালিত হন। তাঁর আবির্ভাবস্থানে দন্ডবৎ প্রণামাদি করে মন্দিরে বিগ্রহগণের আরতী পরিক্রমা করা হয় এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ লিখিত কিছু কীর্ত্তনের দ্বারা তাঁর সন্তোষবিধান করা হয়।

এখান থেকে ফুলিয়ায় শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলী যাওয়া হয়। এইস্থানেই নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর ভজন করতেন। কথিত আছে ভক্তগণ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কাছে

মিলিত হতে এলে সেখানে বিষের জ্বালা অনুভব করেছিলেন এবং হরিদাস ঠাকুরের প্রার্থনায় এক মহাসর্প গোঁফার ভিতর থেকে নির্গত হয়ে অন্যত্র চলে যায়। অতঃপর বাস শান্তিপুরে এসে পৌঁছায় বেলা ১২টা নাগাদ।

শান্তিপুর—নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরের বাবলা নামক গ্রামে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বিলাসভূমি। এই স্থান থেকে গঙ্গাজল-তুলসী দ্বারা পূজা করে শ্রীগৌরসুন্দরকে আবির্ভূত করেছিলেন।

'বন্দিব অদ্বৈত শিরে যে আনিল ধীরে ধীরে
মহাপ্রভু অবনী মাঝার ॥''

(প্রাচীন মহাজন কীর্ত্তনাবলী)

এই কীর্ত্তনের দ্বারা তাঁর পাদপদ্ম বন্দনা করে বেলা ১.৩০টা নাগাদ শ্রীনৃসিংহপল্লী আসা হয়।

শ্রীনৃসিংহ পল্লী—নবদ্বীপ নয়টি দ্বীপের সমাহার, তার অন্তর্গত মধ্য দ্বীপের মধ্যে শ্রীনৃসিংহপল্লী। হিরণ্যকশিপুকে বধ করবার পর এই স্থানে নৃসিংহদেব বিশ্রাম করেছিলেন।

''হিরণ্য বধিয়া প্রভু করিলা বিশ্রাম।
শ্রীনৃসিংহ তীর্থে ভক্তের কীর্ত্তন আরাম ॥''

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গীতমালা)

ভক্তিবিঘ্ন বিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের চরণ প্রান্তিকে এসে সব ভক্তগণ অধিক উৎফুল্লিত হয়ে নৃত্য-কীর্ত্তন-আরতী বন্দনা করেন। সেখান থেকে রওনা হয়ে বেলা ৪.০০ টা নাগাদ গৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত ভবন, শ্রীপ্রভুপাদের সমাধি মন্দির আদি দর্শন প্রণামাদি করে সন্ধ্যা ৭টায় শ্রীগোদ্রুম দ্বীপের অন্তর্গত শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে পৌঁছায় এবং শ্রীগোদ্রুমবিহারীর শ্রীচরণ দর্শন করে মঠে প্রসাদ সেবন করে রাত্রিবাস করা হয়।

১৯/০৪/১৭ বুধবার—প্রাতে শ্রীশ্রী গোদ্রুমবিহারী মঙ্গল আরতী দর্শন অন্তে সকাল ৭টার মধ্যে প্রসাদ পেয়ে ভক্তগণ বাসে উঠলে বাস এগিয়ে চলে পরিক্রমার পথে ৯.০০ টা নাগাদ অম্বিকা কালনায় পৌঁছায়।

অম্বিকা কালনা—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীগৌরীদাস পন্ডিতের শ্রীপাট। গৌরীদাসের প্রীতিবদ্ধ হয়ে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ নিজ প্রতিমূর্ত্তিতে নিজ অভিন্নতা প্রকাশ করে গৌরীদাস ভবনে বাস করেন। অতি মনোরম শ্রীমূর্তি দর্শন করে আরতী কীর্ত্তন করা হয়। এখানে মহাপ্রভু শ্রীহস্ত লিখিত গীতা ও বৈঠা বর্তমানেও সযত্নে রক্ষিত আছে।

প্রভু দত্ত গীতা বৈঠা প্রভু সন্নিধানে।
অদ্যাপিহ অম্বিকায় দেখে ভাগ্যবানে ॥''

(শ্রীভক্তিরত্নাকর)

সেখান থেকে অনতিদূরে গৌরীদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীসূর্যদাস পন্ডিতের বাড়ী যাওয়া হয়। তাঁর দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবা দেবীকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং পত্নী রূপে গ্রহণ করেছিলেন। যেখানে তাঁদের বিবাহ লীলা সম্পন্ন হয়েছিল সেই স্থান দর্শন ও পরিক্রমা করা হয় এবং সংকীর্ত্তন করতে করতে মামগাছি আসা হয়।

মামগাছি—নবদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ। প্রথমে শ্রীসারঙ্গ মুরারী ঠাকুরের শ্রীপাট দর্শন এবং তাঁর সেবিত শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ জীউর আরতী পরিক্রমা করে অনতিদূরে শ্রীশ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট দর্শন হয়। শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবীর গর্ভে ব্যাসাবতার শ্রীশ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কাছে মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ''শ্রীশ্রী চৈতন্যভাগবত'' গ্রন্থ রচনা করে জগৎ জীবের কাছে মহাপ্রভুর লীলাকে সহজ সরল ভাবে তুলে ধরেন। অতঃপর আসা হয় যাজিগ্রামে।

যাজিগ্রাম—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীনিবাস আচার্য্যের শ্রীপাট। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের মাতামহের নিবাস ছিল। পিতৃদেব অদর্শনের পর শ্রীনিবাস মাতার সঙ্গে এখানে মাতুলালয়ে বাস করেন কিছুকাল। এখানে নাট্যমন্দিরে বসে মহিমা কীর্ত্তনাদি শ্রবণ ও দন্ডবৎ প্রণামাদি করে সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ শ্রীখন্ড আসা হয়।

শ্রীখন্ড—শ্রীমুকুন্দ দাস, শ্রীমাধব দাস ও শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর তিন ভাই শ্রীখন্ডে বাস করতেন। শ্রীমুকুন্দ দাসের পুত্র বালক শ্রীরঘুনন্দনের প্রেমে বশীভূত হয়ে এই স্থানে শ্রীগোপীনাথ লাড্ডু খেয়েছিলেন। পিতা শ্রীমুকুন্দ দাস একদিন কার্য্যান্তরে বাইরে গেলে রঘুনন্দন—

''পিতার আদেশ পাঞা সেবার সামগ্রী লৈঞা
গোপীনাথের সম্মুখে আইলা।
শ্রীরঘুনন্দন অতি বয়ঃক্রম শিশুমতি
খাও বলে কান্দিতে কান্দিতে
কৃষ্ণ সে প্রেমের বশে না রাখিয়া অবশেষে
সকল খাইলা অলক্ষিতে ॥

(শ্রীশ্রী গৌর পার্ষদ চরিতাবলী শ্রীহরিজন মহারাজ কৃত)

এই স্থানেই সেই মধুর লীলা সংঘটিত হয়েছিল। গোপীনাথের শ্রীচরণ প্রান্তিকে দন্ডবৎ প্রণাম ও আরতী কীর্ত্তনাদি করে পরিক্রমা পার্টি কাটোয়া মাধাইতলা আশ্রমে পৌঁছায় রাত্রি ৮.০০টায় এবং এখানে রাত্রিবাস হয়।

২০/০৪/১৭ বৃহস্পতিবার—কাটোয়া—সকালে শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ স্থান দর্শনে যাওয়া যায়। কন্টক নগর বর্তমান নাম কাটোয়া—এখানে শ্রীকেশব ভারতীর নিকট শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করেন এবং নাম হয় ''শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য''। অপূর্ব গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি সেবিত হচ্ছেন—আরতী কীর্ত্তনাদি করে মধুনাপিত যে স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গের মস্তক মুন্ডন করেছিলেন সেস্থানে দন্ডবৎ প্রণাম করে আশ্রমে ফিরে এবং প্রসাদ পেয়ে সকাল ৮.০০টা মধ্যে ফারাক্কার উদ্দেশ্যে বাস রওনা হয়। ফারাক্কায় ভারত সেবাশ্রমে পৌঁছায় দুপুর ২.০০ টায় এখানে রাত্রিবাস হয়। প্রসাদ পেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর রামকেলি দর্শনে যাওয়া হয় বিকাল ৪.০০ টায়।

রামকেলি—মালদহ জেলার অন্তর্গত এখানে শ্রীরূপ সনাতন দুই ভাই হোসেন শাহের রাজদরবারে কাজ করতেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় ভক্ত বিষয় কাজে তাঁদের মন ছিল না। একদিন সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর এই দুই ভাইকে কৃপা করবার জন্য এই রামকেলি গ্রামে এসে তমাল বৃক্ষের নীচে সংকীর্ত্তন করতে থাকলে শ্রীরূপ সনাতন দন্তে তৃণ ধারণ করে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে নিজেদের সমর্পন করেন। সে সময় শ্রীল জীবগোস্বামী তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র অতিশিশু। এখনও তাঁদের সেবিত বিগ্রহ মন্দিরে বিরাজ করছেন। নাট্য মন্দিরে বসে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন হয়। পরে শ্রীপাদ পর্যটক মহারাজ বিস্তারিত ভাবে স্থানের মহিমা কীর্ত্তন করেন।

২১/০৪/১৭ শুক্রবার—কানাই নাটশালা—সকাল ৬.০০টায় বাস যোগে রওনা হয়ে গঙ্গাঘাটে এসে বিশাল এক লঞ্চে উঠে প্রায় ১.৩০ ঘন্টা জলপথে পার হয়ে ঝাড়খন্ড জেলার অন্তর্গত কানাই নাট্যশালা পৌঁছায় বেলা ১০.৩০ টা নাগাদ। গঙ্গারতীরে ছোটো পাহাড়ের উপর মন্দির অতিমনোরম পরিবেশ। এখানে মহাপ্রভু পাদপীঠ বর্তমান। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর গয়া ধাম থেকে প্রত্যাবর্তন কালে প্রথম এই স্থানে আসেন এবং ভক্তদের কাছে প্রেমাবিষ্ট হয়ে এইস্থানের মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে বলেন—

''কানাঞির নাটশালা-নামে একগ্রাম।
গয়া হৈতে আসিতে দেখিনু সেই স্থান ॥
তমাল-শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নবগুঞ্জা-সহিত কুন্তল মনোহর ॥
আমার সমীপে আইলা হাসিতে-হাসিতে।
আমা' আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোন ভিতে ॥''

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৭৯-১৮০, ১৮৫)

সন্ন্যাস গ্রহণের পরেও মহাপ্রভু এই স্থানে এসেছিলেন। সেখানে কিছুক্ষণ বৈঠকী কীর্ত্তনের পর মহিমা কীর্ত্তন শ্রবণ দন্ডবৎ প্রণামাদি করে পুনরায় গঙ্গাপথে রওনা হয়ে বাসস্থানে ফিরে এসে প্রসাদ অন্তে বিশ্রাম করা হয়।

২২/০৪/১৭ শনিবার—সকাল ৭.০০টার মধ্যে প্রসাদ পেয়ে যথারীতি বাসে উঠলে বাস এগিয়ে চলে। প্রায় দুপুর ১২টা নাগাদ মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত গাম্ভীলাতে পৌঁছায়।

গাম্ভীলা—বর্তমান নাম জিয়াগঞ্জ। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য শ্রীগঙ্গা নারায়ণ চক্রবর্তীর শ্রীপাট। এখানে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর প্রায় সময়ই আসতেন এবং তাঁর প্রেমাকর্ষন প্রভাবে সর্ববর্ণের লোক তাঁর শ্রীচরণাশ্রয় করে কৃষ্ণ ভজনোন্মুখ হতে থাকলেন। তিনি এখানে অনেক অলৌকিক লীলাপ্রকাশ করেন এবং এই স্থানে গঙ্গায় শ্রীঅঙ্গমার্জ্জন কালে তিনি নদীর তরঙ্গে দুগ্ধাকারে মিশে গিয়ে অন্তর্দ্ধান লীলা করেন। তাঁর অত্যদ্ভুত ভজনাদর্শের কথা শ্রবণ করে ভক্তগণ অভিভূত। তাঁর শ্রীচরণে কৃপা প্রার্থনা করে এবং সঙ্গে নারায়ণ সেবিত শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করে পুনঃ বাসযোগে এগিয়ে চলেন ভক্তগণ এবং বেলা ৩.০০ টা বুধুরীগ্রাম পৌঁছায়।

বুধরী—শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের জন্মস্থান। এখান থেকে যাজিগ্রামে গিয়ে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শ্রীচরণাশ্রয় করেন, শ্রীনিত্যনন্দ শক্তি শ্রীজাহ্নবামাতা এখানে এসেছিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজ সেবিত শ্রীগৌরগোবিন্দ এবং শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ সেবিত শ্রীগৌর গোপাল বিগ্রহ দর্শন করে ভক্তগণ আরতী কীর্ত্তনাদি করেন এবং শ্রীধরণীধরদাস প্রভু স্থানের মহিমা কীর্ত্তন করেন। সেখানে ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে ভক্তগণ আনন্দিত হন এবং পুনরায় বাসে বীরভূমের বীরচন্দ্র পুরের পথে প্রায় রাত্রি ৮.০০টা নাগাদ গন্তব্যস্থানে পৌঁছালে গৌড়ীয় মঠে রাত্রিবাস হয়। *(ক্রমশঃ)*

তুমি গৃহস্বামী আমি সেবক তোমার

রুক্মিনী দাসী, গোদ্রুম

গৌড়ীয় মিশনের মুলপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সাধক জীবের ভক্তি যাজনের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই ভগবদ্‌চরণে শরণাগত হওয়ার কথা বলেছেন। কেননা, আত্মার সহজ ও স্বাভাবিক বৃত্তিই হলো শরণাগতি, আর শরণাগতের লক্ষণ হলো আত্মসমর্পন বৃত্তি। সাধকের 'অহংতা' ও 'মমতা' বুদ্ধি সর্বতো ভাবে নাশ হয় যেখানে, মানে fully surrendered শাস্ত্রে একে আত্মনিবেদন ও আত্মনিক্ষেপ শব্দে বলা হয়েছে। যিনি শুদ্ধ ভক্তি যাজনে ব্রতী হন, তিনি দেহ-মন-ধন, সকলই ভগবানে অর্পন করে থাকেন। শাস্ত্রে বলছেন—

''কৃষ্ণায়ার্পিতদেহস্য নির্মমস্যানহঙ্কৃতেঃ।
মনস্তৎ স্বরূপত্বং স্মৃতমাত্মনিবেদনম্ ॥

(শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা দ্বাদশ স্তবক শ্লোক-১)

কৃষ্ণ-গত-চিত্ত জন, যিনি তাঁহার ইন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছায় দেহ উৎসর্গ করেছেন অর্থাৎ যার আত্মসুখ চেষ্টার লেশমাত্র নেই, তিনি ভগবদ্ ইতর বিষয়ে মমতাশূন্য এবং নিরহঙ্কার হন, তার মনে যে ভগবদ্ স্বরূপতা তাহাই আত্মনিবেদন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাই কীর্ত্তন করলেন—

''তুমি গৃহস্বামী, আমি সেবক তোমার।
তোমার সুখেতে চেষ্টা এখন আমার।।''

এই বিশ্বসংসারের একমাত্র মালিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁরই রচিত এই বিরাট সংসারের জীব আমরা তাঁর নিত্য সেবক, তিনি গৃহের কর্তা। সেবকের একমাত্র কাজ বা ধর্ম তার স্বামীর সেবা করা। পতিব্রতা স্ত্রী যেমন সবসময় তার স্বামীর সুখের চিন্তা করে, অশেষ দুঃখ আসলেও সে তার স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ করে না অথবা অপর কোন পুরুষের প্রতি আগ্রহ বা আকর্ষণ থাকে না। ঠিক তেমনি শুদ্ধ. সৎ সেবক যিনি হবেন তিনি সর্বদা সর্বেশ্বরেশ্বর ভগবানের সুখ রচনায় নিজেকে সমর্পিত রাখবেন। ভগবানের মন্দির মার্জন, তাঁর নিত্য নতুন রসনা তৃপ্তির জন্য নিত্য নতুন ভোগ রন্ধন, শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার, মালিকা গ্রন্থন, ভগবানের জন্মোৎসব আদি লীলার পালন, তাঁর নাম, রূপ, গুণ মহিমা শ্রবণ ও কীর্ত্তন রূপ সেবায় বিভোর থাকেন। দ্বিতীয় অর্থাৎ মায়িক কোন বস্তু তাকে আকর্ষণ করতে পারে না। ভগবদ্ ইতর বস্তুতে আদর করেন না। সেই সাধকের মনে এই ভাবই থাকে যে—

''আমি তো তোমার তুমি তো আমার
কি কাজ অপর ধনে ॥''

(ভঃ বিঃ গীঃ)

জাগতির দুঃখ বা সুখে তিনি বিচলিত নন। তিনি মঠবাসী হোন বা গৃহী ভক্ত, যত প্রতিকূলতাই জীবনে আসুক সমর্পিত সাধক তিনি সর্বক্ষণ সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই নিত্য স্বামীর সুখ চিন্তা করেন নিত্য আনন্দ পান। তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বললেন—

''তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত।
সেও তো পরম সুখ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—''মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ''। আমি সর্বেশ্বর আর জীব সকল আমার অংশ (বিভিন্নাংশ) ও নিত্য। তাহলে অংশের ধর্ম্মই হলো অংশী অর্থাৎ ভগবানের অনুগত হয়ে তাঁর সেবা করা। শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন—'জীবের স্বরূপ হয়, কৃষ্ণের নিত্য দাস'। ভগবান তিনি পরমাত্মারূপে সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থান করে, জীবকে প্রেরণা ও শক্তি প্রদান করেন। তাঁর শক্তিতে বলীয়ান হয়ে জীব তার ইন্দ্রিয় সকল চালনা করছে। আর স্বরূপ ভুলে সে নিজেকে কর্তা ভাবতে শুরু করছে। যে মুহূর্তে ভগবান তার শরীর থেকে বেরিয়ে যান, সেই মুহূর্তে জীব 'মৃত' তার নিজের আর কোন শক্তি থাকে না। তাই বুদ্ধিমান জীব অর্থাৎ ভক্তি সাধক নিজেকে ভগবানের চরণে সমর্পন করে নিত্য সেবানন্দ লাভ করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণ বিস্মৃত জীবের দুঃখ বর্ণন করতে গিয়ে বললেন—

''জগতের পিতা—কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ ॥''

(চৈঃ ভাঃ ম—১।২০২)

চিদ্-অচিদ্ সমস্ত জগত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হইতেই উদ্ভুত। তিনিই সকল বিশ্বের জনক জীব জীব সকলই তাঁর সন্তান। পিতার সেবা বা পূজা করাই সৎপুত্রের কর্তব্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে আচরণ করে জগত জীবকে শিক্ষা দিয়েছেন। পিতা নন্দমহারাজ, পাদুকা আনতে বললে, কৃষ্ণ তা মাথায় করে বয়ে আনতেন। কাজেই যিনি সৎ সাধক হবেন তিনি সর্বদাই জগতের পিতা ভগবানের আনুগত্যে থেকে সেবা

করবেন। যে সকল জীব পিতা-পুত্রের সেই নিত্য সম্বন্ধ ভুলে বা অগ্রাহ্য করে, সে দোষে সে মায়ার কবলে পড়ে ত্রিতাপ জ্বালায় কষ্ট পায়। একটা দুঃখের লাঘব হতে না হতে আরেকটি এসে উদ্বেগ দিতে শুরু করে।

"কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দন্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ—২০।১১৮)

অসুর-পিতা হিরণ্যকশিপু শ্রীপ্রহ্লাদকে হত্যার শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে ভীত হলেন কিন্তু শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বিন্দুমাত্র ভীত হলেন না। কেননা, মাতা কয়াধুর গর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় শ্রীনারদ মুনির কৃপায় ভগবদ্ সম্বন্ধ জ্ঞান লাভ করেন, শ্রীহরির পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করেছিলেন। তাই তো ভগবান কপিলদেব মাতা দেবহুতিকে বললেন—

"কৃষ্ণ সেবকের মাতা কভু নাহি নাশ।
কালচক্র ডরায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস ॥"

(চৈঃ ভাঃ ম।১।২০০)

ভগবদ্ চরণে সমর্পিত জন আত্মঅভিমানকে সম্পূর্ণরূপে জলাঞ্জলি দিয়ে বিক্রীত পশুর ন্যায় থাকেন। তার মালিকের ইচ্ছাই তার ইচ্ছা কিম্বা অনুরূপে তার ইন্দ্রিয় সকল কেবল সেই গৃহস্বামীর সুখের জন্যই চালনা করেন, গৃহস্বামীর সুখের জন্য সর্বদা তৎপর থাকেন। জাগতিক সম্বন্ধ সকল দেহ, গেহ, পুত্র পরিবার আদিকে ভগবদ্ দাস্য সম্বন্ধ জ্ঞানে সম্মান করেন আর জগতের বস্তু সকল ভগবানের সেবার উপকরণ জেনে সেবা করেন। আর ভগবান তাঁর সেবককে মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা, নানা রূপে পালন, পোষণ আনন্দ দিয়ে ভক্তকে শ্রীপাদপদ্মের নিত্য সেবারূপ প্রেমফল আস্বাদন করান।

এই দুঃখময় সংসার থেকে পরাশান্তি লাভের একমাত্র উপায় ভগবদ্ চরণে কায়-মন-বাক্যে আত্মনিবেদন। সাধক জীব আমরা যেন তাঁর শ্রীচরণে নিজেদের সমর্পিত করে, তাঁরই সেবায় কাল কাটাতে পারি। এই প্রার্থনা এতেই জীবের নিত্য মঙ্গল সুনিশ্চিত হতে পারে। ❑

গত ১৭-০৫-২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ Indian High Commissioner, Dhaka সঙ্গে গৌড়ীয় মিশনের সেবাসচিব মহোদয়ের সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারের একটি দৃশ্য

From Left: Mr. Rajesh Uike–First Secretary (Political) Indian High Commissioner, Dhaka, Mr. Ujjal Chakraborty–Well-wisher & Propriator Faith International, Dhaka, Mr. Harsh Vardhan Shringla–Indian High Commissioner, Dhaka, Spd. B.S. Sanyasi Maharaj–Secretary, Gaudiya Mission, Bagbazar, Kolkata, Mr. Uttpal Kr. Roy–General Secretary, Sri Sri Madhva Gaudiya Math, Dhaka

শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী মহোৎসব

বিপুল সম্মান-পুরঃসর নিবেদনমিদম্—

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের নেতৃত্বে ও গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীসারস্বত শ্রবণসদনে অখিল লোকমঙ্গল বার্ষিক শ্রীহরিস্মরণ মহোৎসব উপলক্ষে আগামী ১৮ই শ্রাবণ ১৪২৪, বৃহস্পতিবার (ইং ৩রা আগষ্ট, ২০১৭) হইতে ২০শে ভাদ্র ১৪২৪, বুধবার (ইং ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭) পর্য্যন্ত পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত মহোৎসব-পঞ্জী অনুযায়ী ধারাবাহিক ভাবে মাসাধিক কালব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় পার্ষদগণের পতিত-পাবনী আবির্ভাবাদি-তিথি পূজা গৌরবিহিত সঙ্কীর্তনমুখে যথাবিধি উদ্‌যাপিত হইবেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ ভক্ত সম্মেলনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবতধর্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন, ইষ্ট-গোষ্ঠী প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ-যাজনসহ ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিস্মরণ-মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন।

মহাশয়, কৃপাপূর্বক সবান্ধব মহোৎসবে যোগদান করিলে মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। স্বয়ং যোগদান করিতে না পারিলে এই ভক্ত্যঙ্গযাজনে সাধ্যমত দ্রব্য ও অর্থাদি দ্বারা সেবানুকূল্য বিধান করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যনুষ্ঠানের ন্যূনাধিক সাধন ফল লাভ হয়।

শ্রীসজ্জন কিঙ্করাভাস
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা
২৫শে জুন, ২০১৭

মহোৎসব-পঞ্জী

৩রা আগষ্ট, বৃহস্পতিবার	—	পুত্রদা একাদশীর ব্রতোপবাস। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-যাত্রারম্ভ। পরদিবস দি ৯।৩২ মিঃ মধ্যে পারণ।
৪ঠা আগষ্ট, শুক্রবার	—	শ্রীল রূপগোস্বামীপাদের তিরোভাব।
৭ই আগষ্ট, সোমবার	—	শ্রীবলদেব প্রভুর শুভাবির্ভাবতিথির ব্রতোপবাস। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা সমাপন। রাখী পূর্ণিমা।
১৪ই আগষ্ট, সোমবার	—	শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তীর মঙ্গল অধিবাস সংকীর্ত্তন মহোৎসব।
১৫ই আগষ্ট, মঙ্গলবার	—	শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর ব্রতোপবাস। নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা* সকাল ৬টায়।
১৬ই আগষ্ট, বুধবার	—	শ্রীশ্রীনন্দোৎসব। পূর্বাহ্ন ৯।৩০ মিঃ মধ্যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ব্রতের পারণ।
১৮ই আগষ্ট, শুক্রবার	—	অজা একাদশীর ব্রতোপবাস। পরদিবস পূর্বাহ্ন দি ৭।১৮ মিঃ মধ্যে একাদশী ব্রতের পারণ।
২৭শে আগষ্ট, রবিবার	—	নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরীগোস্বামী ঠাকুরের (১২২ তম) বর্ষপূর্ত্তি শুভ আবির্ভাব তিথিপূজা-মহোৎসব।
২৯শে আগষ্ট, মঙ্গলবার	—	শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীর ব্রতোপবাস।
৩০শে আগষ্ট, বুধবার	—	শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত-জয়ন্তী। পূর্বাহ্ন ৯।৩১ মিঃ মধ্যে শ্রীরাধাষ্টমী ব্রতের পারণ। শ্রীমদ্ ভাগবত কথা সপ্তাহারম্ভ।
২রা সেপ্টেম্বর, শনিবার	—	পার্শ্বপরিবর্ত্তনী একাদশীর ব্রতোপবাস।
৩রা সেপ্টেম্বর, রবিবার	—	শ্রীবামন দ্বাদশী ব্রত। শ্রীবামনদেবের অর্চনান্তে একাদশী ব্রতের পারণ। শ্রীল জীবগোস্বামীপাদের আবির্ভাব তিথি।
৪ঠা সেপ্টেম্বর, সোমবার	—	গৌড়ীয় মিশনের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ১৭৯ তম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব তিথিপূজা মহোৎসব।
৫ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার		শ্রীঅনন্ত চতুর্দ্দশী। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব।
৬ই সেপ্টেম্বর, বুধবার	—	শ্রীমদ্ভাগবতোৎসব, প্রৌষ্ঠপদী পূর্ণিমা ও শ্রীমদ্ ভাগবতকথা সপ্তাহের-পূর্ণাপ্তি। মাসাধিক কালব্যাপী মহোৎসবের সমাপ্তি।

* জন্মাষ্টমী দিবসে নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সকাল ৬টায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে বহির্গত হইয়া বাগবাজার স্ট্রীট্, বিধান সরণী, মহাত্মা গান্ধী রোড, কালাকার স্ট্রীট্, রবীন্দ্র সরণী এবং গঙ্গাঘাট হইয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

বিঃ দ্রঃ— মহোৎসবের সেবানুকূল্য সেক্রেটারী, গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩ এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রাপ্ত ধনরাশি ইনকামট্যাক্স ৮০জি ধারায় করমুক্ত।

গৌড়ীয় মিশন পরা-বিদ্যাপীঠে মৃদঙ্গ বাদন শিক্ষা, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা এবং আরও অন্যান্য শাস্ত্রীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেই সব বিষয়ে 'উপাধি' প্রদানও করা হইবে। ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ সত্বর যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ—৯০৮৮৩৭৩৪৬৪, ৯০৫১৭৮১৪৯৩, ৯৪৩৩৮১২৩২৩

শ্রীচৈতন্যমেলার—২০১৮ অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রী তথা ভক্ত পরিবারের অভিভাবকগণকে নিজ নিজ পুত্র কন্যাদের অভ্যাস করিবার জন্য অনুষ্ঠান সূচী নিম্ন প্রদর্শিত হইল

(১) বক্তৃতা প্রতিযোগিতা

গ্রুপ	বয়স	বিষয়
ক বিভাগ	১০-১৫ বৎসর	জন সাধারণের জন্য—শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান
খ বিভাগ	১৬-৩০ বৎসর	শিষ্য ভক্তদের জন্য—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবনী বানী ও প্রচার।

এই প্রতিযোগিতা দুই দিন অনুষ্ঠিত হইবে। একদিন জনসাধারণের জন্য ও একদিন শুধু শিষ্য ভক্তদের জন্য।

(২) ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ঃ—(কেবলমাত্র শিষ্য ভক্তদের জন্য)

ক বিভাগ	১৫ বৎসরের নীচে	শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের জীবন ও বাণী।
খ বিভাগ	১৬-৩০ বৎসরের মধ্যে	শ্রীভক্তিবিনোদ কীর্ত্তনাবলী, দশমূল-শিক্ষা ও উপদেশামৃত গ্রন্থ হইতে

(প্রতিযোগীগণের উত্তর অসম্পূর্ণ হইলে তাদের অভিভাবকগণও উত্তর দিতে পারিবে)।

(৩) অঙ্কন প্রতিযোগিতাঃ—

ক বিভাগ	৪-৮ বৎসর	
খ বিভাগ	৯-১১ বৎসর	জনসাধারণের জন্য—শ্রী চৈতন্যদেব
গ বিভাগ	১২-১৫ বৎসর	শিষ্য ভক্তদের জন্য—শ্রীল প্রভুপাদ ও গৌড়ীয় মিশন।
ঘ বিভাগ	১৬-২০ বৎসর	

এই প্রতিযোগিতা দুই দিন অনুষ্ঠিত হইবে, একদিন জনসাধারণের জন্য এবং একদিন কেবলমাত্র শিষ্যভক্তদের জন্য।

(৪) 'মৃদঙ্গ' বাদ্যযন্ত্র প্রতিযোগিতা

ক বিভাগ	১২ বৎসরের নীচে	**সকলের জন্য**
খ বিভাগ	১২-১৮ বৎসরের মধ্যে	
গ বিভাগ	১৮-৩০ বৎসরের মধ্যে	

(৫) আবৃত্তি প্রতিযোগিতাঃ—(কেবলমাত্র শিষ্য ভক্তদের পুত্র কন্যাদের জন্য)

ক বিভাগ	৫-১০ বৎসর	শরণাগতি (যে কোন কীর্ত্তন)
খ বিভাগ	১১-২০ বৎসর	শরণাগতি (ছয়টি অঙ্গের মধ্যে কমপক্ষে একটি)

পুনশ্চঃ শিষ্যভক্তবৃন্দও জনসাধারণের বিভাগে যোগদান করিতে পারিবেন।

যোগাযোগ—8017573255, 9433812323

শারদীয়া দুর্গোৎসবে আটদিন ব্যাপী পারমার্থিক ক্লাস

এতদ্দ্বারা সকল মঠবাসী ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দদের জানানো হইতেছে যে, শারদীয় দুর্গোৎসবে শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত ক**লকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০১৭ সোমবার হইতে ২রা অক্টোবর, ২০১৭** সোমবার পর্যন্ত আটদিন ব্যাপী এক বিশেষ পারমার্থিক ক্লাসের আয়োজন করা হইয়াছে। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদন্ডী স্বামী পূজ্যপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ প্রতিদিন ক্লাস লইবেন। উক্ত ক্লাসে প্রতিদিন **শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্তর্গত "সনাতন শিক্ষা"** আলোচিত হইবে। ইচ্ছুক মঠবাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তদের উক্ত পারমার্থিক ক্লাসে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। যাহারা উক্ত ক্লাসে অংশ-গ্রহণ করিতে পারিবেন না তাহারা Internet video Conference (SKYPE)-এর মাধ্যমে ক্লাস করিতে পারিবেন। এবিষয়ে বিশদ জানিতে হইলে 8017573255 নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

ANNUAL GENERAL MEETING-2017

এতদ্দ্বারা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার কলকাতা-৭০০০০৩ গভর্নিং বডির সদস্য/ সদস্যাদের জানানো হইতেছে যে **আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭ শনিবার** সকাল এবং বিকালে যথাক্রমে Annual General Meeting ও Council Meeting অনুষ্ঠিত হইবে। সকলের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

দঃ ২৪ পরগণায় দরিদ্র ও আর্তদের সেবায় গৌড়ীয় মিশন

বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন একটি ঐতিহ্যময়ী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পীড়িত মানুষদের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধাদি বিতরণ করে আসছেন। গত ২৩ শে জুলাই, রবিবার ২০১৭ তারিখ দঃ ২৪ পরগণায় ডায়মণ্ডহারবার থানা-স্থিত খামারকুড় গ্রামে শ্রীপ্রদ্যুম্ন সরদার কর্ত্তৃক ১৯৫৪ সালে স্থাপিত খামারকুড় অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মিশন কর্ত্তৃক একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তথায় গরীব, দুঃখী ও আবালবৃদ্ধবনিতাসহ প্রায় ১৫৯ জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয়। কলকাতা ই. এন্. টি. বিশেষজ্ঞ ডঃ পি. আর. রায়. চৌধুরী (ডি. এম্) মহাশয় সকাল ১০ টা হতে দুপুর ২ টা পর্যন্ত সকল পীড়িত রোগীদের যত্ন সহকারে চিকিৎসা করেন। উক্ত রোগীদের মধ্যে পুরুষ ৬৫ জন, মহিলা ৭৪ জন ও ২০ জন শিশু বালক ছিলেন। সকল রোগীদেরকে মিশন কর্ত্তৃক বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। মিশন হতে শ্রীসুদাম দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকাশীনাথ রায় এর সহযোগিতায় উক্ত কার্য সুসম্পন্ন হয়। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের তত্ত্বাবধানে উক্ত শিবিরের কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 02/08/2017

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003, Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) দামোদরষ্টকম্, (২) গুরুমহারাজের হরিকথা (ষষ্ঠ খণ্ড), (৩) জীবে দয়া (হিন্দী), (৪) গৌড়ীয় দর্শন, (৫) শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর, (৬) শ্রীশ্রীগোপীনাথ চরিতামৃত (হিন্দী) (৭) শ্রীগয়াধাম-মাহাত্ম্য (৮) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস (৯) ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ও (১০) শ্রীক্ষেত্র (হিন্দী) — শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মষ্টীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org